তছির আবুল কালাম
ডিএফপির দুই 'মহা দুই নম্বর'

রিপোর্ট **আহসান কবির**

নায়কের হাতে সব সময় ঘায়েল হয় ভিলেন। মানুষ এভাবেই ছবি দেখে অভ্যস্ত। কারণ সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই নাকি শুভ'র কাছে অশুভ পরাজিত হয়। ভালোর সঙ্গে দ্বন্দ্বে সব সময় খারাপের মাথা কাটা যায়। প্রচলিত এই নিয়মটা খাটে না বাংলাদেশের ডিএফপির (বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর) ক্ষেত্রে। নামহীন, অস্তিত্বহীন বাজে পত্রিকাগুলো এখানে প্রকাশিত না হয়েও টিকে থাকে। ঘায়েল হয়ে যায় ভালো ভালো পত্রিকা। বিজ্ঞাপন নামের সরকারি সুবিধার প্রভাবে এসব মন্দ ও বাজে পত্রিকা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আমলে অস্তিত্বহীন আলু পত্রিকাকে (এ সব পত্রিকাকে বলা হয় আন্ডারগ্রাউন্ড বা আলু পত্রিকা) বিজ্ঞাপন না দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। ভালো এই উদ্যোগের মাথা কাটা গেছে মন্দ পত্রিকার মালিক সরকারের এক এমপি আর ডিএফপি'র কিছু অসৎ কর্মকর্তার যোগসাজশে। ডিএফপি'র ইট, কাঠ, পাথর, চেয়ার, টেবিল সব নাকি ঘুষ খায়। স্বাধীনতার পরপরই এমন ট্রেইন্ড পুরোপুরি শুরু হতে পারেনি। এর ভেতরেই তারটি ছাড়া সব পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছির। জিয়াউর রহমানের আমলে বন্ধ করে দেয়া পত্রিকাগুলো প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়। সেই সঙ্গে দেয়া হতে থাকে অসংখ্য ভূইফোড় পত্রিকার ডিক্লারেশন। বিজ্ঞাপন দেয়ার ক্ষেত্রে দুই নম্বরী ও পত্রিকা কুক্ষিগত করার পদ্ধতিটা এরশাদ সরকারের সময় একরকম শিল্পে পরিণত হয়। যা পরবর্তীকালেও অব্যাহত আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে ডিএফপি'র মহা দুইনম্বর দুই কর্মকর্তার দুর্নীতি সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। নিচের রিপোর্টে ডিএফপি'র মহা দুর্নীতির সামান্য কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে। ডিএফপির এই দুই কর্মকর্তার নাম তছির আহমদ ও আবুল কালাম সামছুদ্দিন। বিজ্ঞাপন দেয়ার নামে সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয়ের পাশাপাশি ডিএপপির এই দুই কর্মকর্তা এখন কোটি টাকার মালিক। অবৈধ বিত্ত-বৈভবের জোরে এখনও তারা চাকরি করে যাচ্ছেন ডিএফপিতে।

এতো পত্রিকা!

কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এ দেশে আলু আর বেগুন (বেগুন হচ্ছে ওভার গ্রাউন্ড সবজি অর্থাৎ মাটির ওপরে জন্মায়। যে সমস্ত পত্রিকা নিয়মিত বা মাঝে মাঝে স্টলে পাওয়া যায় ডিএফপির ভাষায় তাদের বেগুন পত্রিকা বলা হয়) পত্রিকার সংখ্যা কত? ডিএফপির পরিসংখ্যান অনুযায়ী ডিক্লারেশনপ্রাপ্ত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকার সংখ্যা ১৭৯৮টি এবং সারা দেশে এর মধ্যে মিডিয়া বা ডিএফপিভুক্ত পত্রিকার সংখ্যা ৭৩১টি। মিডিয়াভুক্ত এসব অখ্যাত-কুখ্যাত আলু পত্রিকাগুলোতে সরকারি বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুতর অনিয়মে সরকারের কমপক্ষে ২০ কোটি টাকা অপচয় হয়ে থাকে।

ঢাকা থেকে নির্বাচিত এক এমপি যিনি একটি অখ্যাত দৈনিক পত্রিকার মালিক, এসব আলু পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন দান যেন অব্যাহত থাকে সেই ব্যবস্থা সব সময় করে থাকেন বলে ডিএফপি সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া ডিএফপির বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা বিভাগের পরিচালক তছির আমেদ ও সহকারী বিজ্ঞাপন পরিচালক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন বিজ্ঞাপন তথা ক্রোড়পত্র দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়। বিভাগীয় তদন্তের পর এই দু'জনের নামে অকাট্য প্রমাণসহ অভিযোগ উত্থাপিত হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে জানা গেছে। বিভিন্ন পত্রিকার সরকারি বিজ্ঞাপনের অবৈধ বন্টনে তছির ও আবুল কালাম গংয়ের সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার যেসব কথিত সাংবাদিক জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে, তারা হচ্ছেন দৈনিক নব অভিযানের সম্পাদক ভবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, দৈনিক সবুজ দেশের সম্পাদক মোঃ আমিন ও জসীম, দৈনিক সমাচারের আবুল কাসেম মজুমদারসহ দৈনিক নব চেতনা ও দৈনিক ব্যানারের লোকজন এবং আরো অনেকে।

বিজ্ঞাপন, অর্থ, ঘাটতি ও দুর্নীতি

পত্রিকার সরকারি বিজ্ঞাপন প্রদান বাবদ তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) প্রতি বছর যে পরিমাণ তহবিল পেয়ে থাকে তা থেকে প্রায় প্রতি বছরই পত্রিকাসমূহে অনেক বেশি মূল্যমানের বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলে প্রতি বছর নির্ধারিত বাজেটের অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্তির জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয় বলে জানা যায়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে মোট ১৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু বরাদ্দকৃত অর্থে বিল পরিশোধ সম্ভব হবে না উল্লেখ করে ইতিমধ্যে অতিরিক্ত আরো ১০ কোটি ২০ লাখ টাকা পুনঃবরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে আরো অতিরিক্ত ১৫ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে বলে জানা গেছে। অথচ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদানের মূল খাতে যথাযথভাবে টাকা খরচ করলে প্রতি বছর বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৪/৫ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকতো বলে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞদের মত। উল্লেখ্য, ২০০২-০৩ অর্থবছরে এ খরচ ৬৭ কোটি ৩৫ লাখ টাকা পাস হয়েছিল।

মূলত সার্কুলেশনবিহীন পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রদান বাবদ এ খাতের অধিকাংশ টাকাই অপচয় হয় বলে জানা যায়। ২০০৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মোট ১৫১টি পত্রিকাকে ক্রোড়পত্র প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে মাত্র ৩০টি পত্রিকা (২৫টি জাতীয় ও ৫টি আঞ্চলিক) সার্বিক বিচারে ক্রোড়পত্র পাওয়ার যোগ্য। প্রায় সার্কুলেশনবিহীন অবশিষ্ট ১২১টি পত্রিকায় অযৌক্তিকভাবে ক্রোড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে প্রায় ৭৮ লাখ ৬৫ হাজার টাকা সম্পূর্ণ অপচয় হয়েছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, উল্লিখিত ১২১টির মধ্যে প্রায় প্রতিটি পত্রিকার দৈনিক মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০ কপির কম এবং অন্তত ৭০টি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিতই হয় না।

ডিএফপি'র পরিচালক (বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা) তছির আহাম্মদ ও সহকারী পরিচালক (বিজ্ঞাপন) আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন বিজ্ঞাপন তথা ক্রোড়পত্র দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত বলে জানা যায়। পত্রিকা মিডিয়াভুক্তির ক্ষেত্রে উল্লিখিত কর্মকর্তাদ্বয় প্রায় এক/দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত উৎকোচ গ্রহণসহ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার ক্ষেত্রে উৎকোচের উল্লেখযোগ্য অংশ অগ্রিম নিয়ে থাকেন বলে জানা যায়। সরকারি বিজ্ঞাপন নীতিমালাকে কৌশলে পাশ কাটিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদানে ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের অর্থ আদায়ের তথ্য পাওয়া যায়। প্রথা মাফিক ডিএফপি'র স্মারক সংখ্যা অনুযায়ী প্রেরিত বিজ্ঞাপনটি দরপত্র শিডিউল বিক্রয়ের শেষ তারিখের কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন আগে পত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার কথা। কিন্তু নানা অবৈধ প্রক্রিয়া ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করে বরং গোপন করা হয়। অবৈধভাবে গোপন করার এই প্রক্রিয়াকে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজ চক্র 'ঘুপচি বিজ্ঞাপন' বলে অভিহিত করে থাকে। ঘুপচি বিজ্ঞাপন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে ভুয়া দরপত্রের নাটক সাজিয়ে কোনো রকম কাজ না করেই সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে সিন্ডিকেটেড দুর্নীতিবাজরা সরকারের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে থাকে। আবার প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে কাজ প্রদানের কথা থাকলেও ঘুপচি বিজ্ঞাপনের কারণে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজ চক্র নিজেদের মনগড়া রেটে কাজ পেয়ে থাকে। ফলে এ ক্ষেত্রে সরকারের বিপুল অঙ্কের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়। এছাড়াও ঠিকাদারি কাজের বিভিন্ন সরকারি সংস্থার দরপত্র বিজ্ঞাপন দুর্নীতিবাজ বিভিন্ন কর্মকর্তা ঠিকাদারদের যোগসাজশে অখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করে বিজ্ঞাপনকে আড়াল করে অবৈধভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ আর্থিক সুবিধা গ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়। সাধারণত বহুল প্রচারিত পত্রিকার নামে বিজ্ঞাপন বরাদ্দ হলেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিশেষত জনাব তছির-সামসুদ্দীন গং উক্ত পত্রিকার নামে খাতাপত্রে জিও ইস্যু করলেও

বিজ্ঞাপনের কপি ও জিও কপি সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় পৌঁছানো হয় না। পরে কোনো এক নির্দিষ্ট তারিখে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার প্রকাশিত কপি বাজার থেকে সংগ্রহ করে ভেতরের পাতা নতুন করে ছাপানো হয়। এক্ষেত্রে উল্লিখিত কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস- সম্পাদক, দৈনিক নবঅভিযান; মোঃ আমিন, মোঃ জসীম- সম্পাদক, দৈনিক সবুজ দেশ; আবু নছর- সম্পাদক, দৈনিক নবচেতনা; আবুল কাসেম মজুমদার- সম্পাদক, দৈনিক সমাচার; মোঃ শাহজালাল- সম্পাদক, দৈনিক ব্যানার প্রমুখ সংশ্লিষ্ট রয়েছেন বলে জানা যায়। এ ক্ষেত্রে উল্লিখিতরা বিজ্ঞাপন ঘুপচি করার জন্য দরপত্রের প্রাক্কলিত মূল্যের প্রায় ৭.৫% হারে ঘুষ গ্রহণ করে থাকেন বলে জানা যায়। এছাড়া জনাব তছির ক্রোড়পত্রপ্রাপ্ত প্রায় সার্কুলেশনবিহীন প্রতিটি পত্রিকা থেকে ২৫-৩০ হাজার টাকা অগ্রিম ঘুষ গ্রহণ করে থাকেন বলে জানা যায়। এছাড়া যে সমস্ত পত্রিকা ডিএফপি'র অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন (এবিসি) সেকশনের মিডিয়া নীতিমালা অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে না, সেসব পত্রিকাকেও অবৈধ আর্থিক সুবিধা গ্রহণ-পূর্বক ছাড়পত্র প্রদান করার তথ্য পাওয়া যায়। বিগত ছয় মাসে এভাবে প্রয়োজনীয় জনবল, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতির ঘাটতি, আর্থিকভাবে অসচ্ছল ১৩টি পত্রিকা যেমন- সোনার আলো, অজানা, সত্যের আলো, ভোরের আকাশ, একুশে সংবাদ, অপরাধ কণ্ঠ, প্রথম কাগজ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ইনসানিয়াত, স্বাধীন বাংলা, নিরাপদ, প্রথম সূর্যোদয়, আজকের পদ্মা প্রভৃতিকে মিডিয়া ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, এবিসি সেকশনের এসব দুর্নীতির ক্ষেত্রে সেকশনের সহকারী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ফিরোজা বেগম নেপথ্যে সরাসরি সংশ্লিষ্ট বলে জানা যায়।

অপচয়!

বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র খাতে দুর্নীতি ও অপচয়ের একটি চিত্র তুলে ধরা হয় বিভাগীয় তদন্তে। ২০০৩ সালের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৫১টি পত্রিকায় ক্রোড়পত্রের খরচ বাবদ ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা বরাদ্দ করে ডিএফপি। মোট ১৫১টি পত্রিকায় এসব ক্রোড়পত্র ছাপতে দেয়া হলেও নামসর্বস্ব ও একেবারে প্রচারবিহীন এবং অনিয়মিত ১২১টি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র ছাপতে দেয়ায় প্রায় ৭৮ লাখ ৬৫ হাজার সরকারি অর্থের অপচয় হয়। বিনিময়ে সরকার কোনো ধরনের প্রচার পায়নি। এমনকি এই ১২১টি পত্রিকার মালিক-কর্মচারীরাও নিজ বাসায় নিজেদের পত্রিকা রাখেন না। এই ৭৮ লাখ ৬৫ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন পেতে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকাগুলো ৩০ থেকে ৩৫ লাখ টাকা ঘুষ দিয়েছে। এই ঘুষের টাকা তছির আহমেদ ও আবুল কালাম সামছুদ্দিনের পকেটে গেছে বলে জানা গেছে।

এছাড়া ২০০৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ১৩৮টি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য ডিএফপির খরচ হয়েছে ১ কোটি টাকা। এর ভেতর ঢাকাসহ সারা দেশে ৩০টির মতো পত্রিকা যেগুলোর প্রচার রয়েছে এবং বিভিন্ন স্টলে কিনতে পাওয়া যায় তাদের দেয়া হয়েছে। বাকি ১০৮টি অখ্যাত আলু পত্রিকায় ক্রোড়পত্র দিয়ে ডিএফপি ৭০ লাখ ২০ হাজার টাকা অপচয় করেছে। এ ক্ষেত্রেও উক্ত দুই কর্মকর্তাকে ১৮ থেকে ২২ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে বলে জানা গেছে।

সারা বাংলাদেশের মানুষ প্রথম আলো, ইত্তেফাক, যুগান্তর, ইনকিলাব, জনকণ্ঠ, আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ, সংবাদ, মানবজমিন, পূর্বকোণ, পূর্বাঞ্চল, করতোয়া, সাপ্তাহিক ২০০০, যায়যায়দিনসহ ৩০টির মতো দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা পড়ে থাকে। কিন্তু নাম শোনা যায়নি এমন যেসব পত্রিকাকে নিয়মিত বিজ্ঞাপন বা ক্রোড়পত্র প্রকাশের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে, আজকের জীবন, মাতৃভাষা, এশিয়া বাণী, দৈনিক কিষান, বিকাল বার্তা, রূপবাণী, সবুজ বাংলা, ক্রাইম, ঢাকার ডাক, মুক্তির গান, নয়া জামানা, ঢাকা ডায়ালগ, বিরল, আবির্ভাব, ভোরের কণ্ঠ, বাংলার দূত, প্রথম প্রহর, সবুজ নিশান, খোলা বাজার, খোলা কাগজ, গণমুক্তি, আজকের অমৃত বাজার, ফসলসহ আরো অনেক উল্টাপাল্টা পত্রিকাকে। বিভাগীয় তদন্তে উপরোক্ত দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানসহ আরো যেসব সুপারিশ করা হয়েছে তা হচ্ছে-

এক. পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র প্রকাশের অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বিবেচনা করে দেখা উচিত।

দুই. বর্তমানে মিডিয়াভুক্ত জাতীয় সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং ত্রৈমাসিক সর্বোচ্চ ১৪-১৫টি পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দেয়া যেতে পারে। এতে সরকারের প্রচার-প্রচারণা বাড়বে এবং কোটি কোটি টাকার অপচয় বন্ধ হবে।

তিন. দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

চার. যেসব পত্রিকা সারা দেশ, নির্দিষ্ট জেলা বা উপজেলা থেকে বের হয় নিয়মিতভাবে সেসব পত্রিকা স্টলে না থাকলে তাদের ডিক্লারেশন বাতিল করে দেয়া উচিত।

পাঁচ. সংবাদের নির্দিষ্ট সূত্র যতোটা সম্ভব উল্লেখ করা উচিত। যে প্রেসের নামে পত্রিকার ডিক্লারেশন সেই প্রেসেই ছাপা হওয়া বাধ্যতামূলক করা উচিত। যেসব পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয় না সেগুলোর ডিক্লারেশনও বাতিল করা উচিত।

এ ব্যাপারে ডিএফপির ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তাকে বিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, যেসব পত্রিকা সমাজের দুর্নীতি তুলে ধরার পরিবর্তে মালিকের অবৈধ ব্যবসা ও স্রেফ বিজ্ঞাপন বাণিজ্যের ধারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেসব পত্রিকা বন্ধই করে দেয়া উচিত। কিন্তু সব সরকারই ডিএফপিকে একটা হরিলুটের জায়গা বানিয়ে রেখেছে। উপঢৌকন, মেয়ে মানুষ সরবরাহ, মদ, নগদ টাকা দিয়ে ডিএফপিতে বিজ্ঞাপন কেনা-বেচা হয়। বিজ্ঞাপন পাবার আগেই ২৫ থেকে ৫০ ভাগ টাকা ঘুষ হিসেবে দিতে হয়। ডিএফপির ইট কাঠ পাথরও সম্ভবত ঘুষ নিতে শিখে গেছে। আর যে দুই কর্মকর্তা কোটি টাকা ঘুষ নিয়ে ঢাকা শহরে বাড়ি গাড়ি করে ফেলেছেন, তারাও অবলীলায় চাকরি করে যাচ্ছেন। এটা শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব। ইতর প্রাণীর মতো জন্ম নেয়া অসংখ্য আন্ডারগ্রাউন্ড আলু পত্রিকার ডিক্লারেশন বন্ধ করে দেয়া উচিত একটি সচল বাংলাদেশের স্বার্থে।

গণতন্ত্র চর্চায় তরুণ ফোরাম
YOUTH FORUM FOR DEMOCRACY

BRITISH COUNCIL | 70TH ANNIVERSARY 1934 – 2004 | ConnectingFutures Understanding Respect Learning

বাংলাদেশের তরুণ সমাজের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক মানসিকতা সৃষ্টি ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো নিয়ে বিতর্কের মাধ্যমে নিজেদের ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করার লক্ষ্যে **'গণতন্ত্র চর্চায় তরুণ ফোরাম'** নামে একটি ফোরাম গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের এই ফোরামের সদস্য করা হবে।

ব্রিটিশ কাউন্সিল এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা দিচ্ছে।

যাঁরা সদস্য হতে আগ্রহী তাঁরা আবেদনপত্রের জন্য যোগাযোগ করুন।

গণতন্ত্র কেন্দ্র

(সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট কম্যুনিকেশনের একটি প্রকল্প)
হাল মার্‌স, ৬/ডি, ৬৬, আউটার সার্কুলার রোড, মগবাজার (৭ তলা)
ঢাকা-১২১৭, ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৩৩৪৬৫৬
ই-মেইল : cdc@bdonline.com